ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

APR. 05 2002

ঢাকা শুক্রবার ২২ চৈত্র ১৪০৮
৫ এপ্রিল ২০০২

ভোরের কাগজ

শিহাব অপহরণ ও হত্যাকাণ্ড

রাজধানীর সবুজবাগে স্কুলপড়ুয়া বালক শিহাবের অপহরণ ও বীভৎস হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক। তাকে যারা অপহরণ ও হত্যা করেছে তারা বয়সে তরুণ ও অচিহ্নিত সন্ত্রাসী হলেও তাদের ঠাণ্ডা মাথায় করা বর্বরতার নিদর্শন দেখে পুলিশ পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গেছে। কতো তুচ্ছ কারণে আজকাল মানুষ কতো সহজে, কতো নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারে তা দেখে আমরাও অন্য সবার মতোই হতবাক ও বিমূঢ়। আমাদের সমাজে এই অকল্পনীয় বর্বরতা কোথা থেকে এলো, কোথায় এর শেষ, আর কেমন করেই বা একে ঠেকানো যাবে— এ প্রশ্নই আজ সবার মনকে তাড়িত করছে।

শিহাব অপহৃত হওয়ার পর ৫৩ দিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশ কিছু করতে পারলো না কেন? অপহরণের মামলাটি পর্যন্ত পুলিশ নেয়নি বলে শিহাবের পরিবার অভিযোগ করেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের বাড়িতে গিয়ে সমবেদনা জানিয়েছেন, ভালো কথা। কিন্তু তার চেয়েও জরুরি করণীয় হলো এই অপহরণের হোতাদের সময়মতো ধরতে পুলিশ ব্যর্থ হলো কেন তা অনুসন্ধান করা, এবং দ্বিতীয়ত এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সকলকে গ্রেপ্তার করে দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা।

এই ঘটনার পর স্কুলপড়ুয়া বালক-বালিকাদের পিতামাতাদের মধ্যে অপহরণ আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। হত্যা-ধর্ষণ অপহরণের মতো মারাত্মক অপরাধের পরও যখন অপরাধী-সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার, বিচার, শাস্তি কোনো কিছুর ভয় করতে হয় না— তখন মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা আতঙ্ক দেখা দেওয়া অনিবার্য।

লক্ষণীয় যে, শিহাব হত্যাকাণ্ডের খবরের পাশাপাশি বুধবারের বাংলা দৈনিকে ঝিনাইদহে ঠিক একই রকম একটি ঘটনার খবর বেরিয়েছে। সেখানেও মুক্তিপণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে ৪ বছরের বালিকাকে অপহরণ ও পরে ধর্ষণ এবং হত্যা করা হয়েছে। গত বছর অক্টোবরেও শামসী নামের এক তরুণকে হত্যা করেছিল তার বন্ধুরা। শিহাব অপহরণের উদ্দেশ্যও ছিল মুক্তিপণ আদায়। দেখা যাচ্ছে, অপহরণকে কিছু অপরাধী মানসিকতার তরুণ অর্থোপার্জনের পথ হিসেবে দেখছে। এটা সমাজের একটি প্রজন্মের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের গুরুতর সংকটের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। বুধবার ভোরের কাগজে একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে এরা এক নতুন শ্রেণীর অপরাধী, যারা বয়সে কিশোর বা তরুণ। এরা অধিকাংশই অপরাধের ক্ষেত্রে নবাগত, তাই পুলিশের কাছেও অচেনা। গত দুমাসের মধ্যে এমন অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ৩০টির বেশি। এবং অনেক ক্ষেত্রেই অপহৃতকে হত্যা করা হয়েছে।

এটা একটা ভয়ঙ্কর প্রবণতা হয়ে সমাজে দেখা দিচ্ছে, যা আইনের কঠোর প্রয়োগ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে দমন করতে না পারলে নিরাপত্তা আতঙ্ক বাড়তেই থাকবে। বলাবাহুল্য, এ দায়িত্ব পুলিশের, আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থার। তাদের প্রতি আহ্বান জানাই, যেন তারা এই সমস্যার ভয়াবহতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে দ্রুত তৎপর হন।

কতো তুচ্ছ কারণে আজকাল মানুষ কতো সহজে, কতো নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারে তা দেখে আমরাও অন্য সবার মতোই হতবাক ও বিমূঢ়। আমাদের সমাজে এই অকল্পনীয় বর্বরতা কোথা থেকে এলো, কোথায় এর শেষ, আর কেমন করেই বা একে ঠেকানো যাবে— এ প্রশ্নই আজ সবার মনকে তাড়িত করছে।